২০০০ সালের জুন মাসের এক সকাল। ঠিক সকালও নয় তখন। সাড়ে ১১টার মতো হবে হয়তো। ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। ভিড়ের মধ্যে ইংরেজি বিভাগের করিডোরে দাঁড়িয়ে আছি। হাতে ছোট একটি খামে পাসপোর্ট সাইজের কয়েকটি ছবি। ভর্তির সময় জানতে পারলাম, ছবিগুলো ইংরেজি বিভাগের কোনো শিক্ষক কর্তৃক সত্যায়িত করাতে হবে। জেলা শহর থেকে এসে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়কে এমনিতেই সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল। সঙ্গে মা-বাবা কিংবা নিজ এলাকার পরিচিত কেউ ছিলেন না। আমার বাবার বন্ধু স্থানীয় এক চাচা অফিসে যাওয়ার পথে কলাভবনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। কোন শিক্ষকের কাছ যাব, কীভাবে সত্যায়িত করতে বলব, তারা কী ভাববেনÑ এসব নিয়ে উৎকণ্ঠায় যখন অস্থির অবস্থা, ঠিক তখনই কেউ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। খুব স্নেহমাখাকণ্ঠে জানতে চাইলেন, ‘ছবি সত্যায়িত করতে হবে?’ তাকিয়ে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামÑ আজন্ম যার ছাত্র হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বাকরুদ্ধ। মাথা নাড়িয়ে চুপচাপ স্যারকে অনুসরণ করলাম তার কক্ষ পর্যন্ত। স্যার আমাকে ছবি সত্যায়িত করে দিলেন। স্যারের উদারতায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলাম আমি! সেই মুগ্ধতা আর কৃতজ্ঞতার অনুভূতি একইভাবে আজ ২২ বছর পরও আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আমাদের সময় নিবেদিতপ্রাণ অনেক শিক্ষকের কথা আমরা শুনতাম- যাদের ছাত্রত্ব পাওয়ার আকুতি কাজ করত আমাদের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব শিক্ষককে আবর্তন করে আমাদের ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার গতিপথ নির্ধারিত হতো। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন শিক্ষক হিসেবে এক নক্ষত্রের নাম। স্যারকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়ার স্বপ্নের বীজ আমার মধ্যে বপন করেছিলেন আমার বাবা। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতার সভাপ্রধানের আসনে বসা সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে মনে হতো, আদর্শ শিক্ষকের এক বিমূর্ত ছবি। আমি জানতাম, তার ছাত্র হতে হলে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পড়ালেখা করতে হবে এবং এ জন্য এক কঠিন ভর্তিযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে আমায়। অবশেষে সেই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পা রাখার প্রথম দিনটিতেই তার মহানুভবতার সাক্ষী হয়েছি। সেই থেকে স্যারকে আমি আমার জীবনে অভিভাবকের মতো পেয়েছি। শুধু আমি কেন, আমার মতো অনেক ছাত্রকেই স্নেহ আর মমতার বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন স্যার। ২০০২ সালে শামসুন নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশি হামলার পর তিনিই প্রথম ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন আমি নিরাপদে আছি কিনা। আমার প্রথম সন্তান লাভের পর শত ব্যস্ততার মধ্যে আমার সন্তানকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিলেন তিনি, আশীর্বাদ করেছিলেন আমার সন্তানকে।

advertisement

স্যার আমাদের শেকসপিয়র পড়াতেন। ম্যাকবেথ, অ্যাজ ইউ লাইক ইটের চরিত্রগুলো তার বর্ণনায় যেন জীবন্ত হয়ে উঠত আমাদের সামনে। চরিত্রগুলো অবলীলায় আমাদের সামনে হাসত, কাঁদত, কথা বলত। স্যারের পড়ানোর বৈশিষ্ট্য ছিল, ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি সমান মনোযোগী ছিলেন তিনি। তার মার্জিত রসবোধ, জ্ঞানের প্রগাঢ়তা আর বিনয়ের অসামান্য সমন্বয়ে তার ক্লাস যেন আলোকিত হয়ে

উঠত। তিনি যেভাবে ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন, তেমনটা কমই চোখে পড়ত অনেকের ক্ষেত্রেই। আজও মনে পড়ে, সম্ভবত সম্মান তৃতীয় বর্ষে ক্রিস্টোফার মার্লোর ডক্টর ফস্টাসের কয়েকটি দিক নিয়ে তিনি কাজ করতে দিয়েছিলেন আমাদের কয়েকজনকে। সেই তালিকায় আমিও ছিলাম। ডক্টর ফস্টাসের চূড়ান্ত উপলব্ধি নিয়ে আমাকে ভাবতে বলেছিলেন তিনি। পারিপাশির্^ক কিছু ঝামেলা থাকায় পুরো সপ্তাহে কোনোভাবেই পড়তে বসতে পারিনি। এক সপ্তাহ পর পরবর্তী ক্লাসে যখন বাকিরা সুন্দর প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিল, তখন আমার ভয়ে গলা শুকিয়ে এলো। কারণ আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। প্রেজেন্টেশনের সময় ভয়ে ভয়ে বলেছিলামÑ ‘স্যার, রবীন্দ্রনাথের একটা গানের চারটি লাইনে আমি ডক্টর ফস্টাসের উপলব্ধি খুঁজে পেয়েছি। আপনি অভয় দিলে বলতে পারি।’ স্যার উৎসাহিত করলেন আমায়। আমি বললাম, ‘আজি সন্ধ্যাসমীরণে লহো শান্তিনিকেতনে, স্নেহ করপরশনে চিরশান্তি দেহো আনি।’ লাইন দুটি শেষ হতেই যে পরিমাণ প্রশংসায় স্যার আমাকে ভাসিয়েছিলেন, তাতে নিজের কানকেই বিশ^াস করতে পারছিলাম না। আমার ধারণা, স্যার ঠিকই আমার প্রস্তুতির ঘাটতির কথা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি এমন একজন শিক্ষকÑ যিনি শিক্ষাকে ফ্রেমে বন্দি করে রাখার পক্ষপাতী নন কখনই। তিনি সব সময়ই শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগে বিশ^াসী।

advertisement 4

স্যার শিক্ষক হিসেবে কেমন, তা অজানা নয় কারোরই। তিনি সেরা শিক্ষকের সম্মাননা পেয়েছেন অনেকভাবেই। সাহিত্যে অবদানের জন্য পেয়েছেন বিভিন্ন পদক। কিন্তু একজন কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষকের ঊর্ধ্বে যেই মানুষ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের দেখা পেয়েছি, সে বিষয়টিই আজ পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর একজন প্রিয় মানুষ ও প্রিয় শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, সেটিই আমার জীবনের অন্যতম বড় শিক্ষা এবং চলার পথের পাথেয়। বইয়ের পাঠ তো অনেকেই দিতে পারেন। কিন্তু নিজেই আদর্শ হয়ে উঠে জীবন গঠনের পাঠ সবার সামনে তুলে ধরতে কয়জন পারেন!

আগামীকাল ১৮ জানুয়ারি স্যারের জন্মদিন। সম্মান ও আদর্শকে সঙ্গী করে আমার জীবন চলার পথের দিশারি শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাই। আমার বাবার মৃত্যুর পর স্যারকে জানিয়েছিলাম আমাকে নিয়ে আমার বাবার অন্তিম আশীর্বাদের কথা। আমার বাবা বলেছিলেন, ‘তোমার সন্তানরা যেন তোমার মতো হয়।’ আর বাবার অন্তিম চাওয়ার কথা শুনে স্যার বলেছিলেনÑ ‘জানবে, তোমার প্রতি একই আশীর্বাদ রইল আমার।’ একজন পিতা ও পিতৃস্থানীয় শিক্ষকের আশীর্বাদ এক হয়ে যখন আমার মাথার মুকুট হয়, তখন নিশ্চয়ই আমার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্যার, আপনার সুস্থতা ও সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করছি।

নিশাত সুলতানা : লেখক ও উন্নয়নকর্মী